শবে বারাআত কখন থেকে শুরু হয়?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য রোজে আযলে আল্লাহ তায়ালা শবে বারাআত নির্ধারিত করে রেখেছেন। অনুরূপভাবে শবে ক্বদরও এই উম্মতের জন্যই নির্ধারিত। অন্য কোন উম্মতকে এই দুই নেয়ামতপূর্ণ রাতের ফযিলত দান করা হয়নি। এই দুই রাত আদিকাল থেকে ছিল। কিন্তু তার ফযিলত ছিলনা। শবে বারাআতের সুরা হলো সুরায়ে দুখান। আর শবে ক্বদরের সুরা হলো সুরা ক্বদর। উভয়টিই হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করে যাওয়ার পর শবে বারাআত ও শবে ক্বদরের ফযিলত ও বিধি বিধান হাদীস শরীফের মাধ্যমে চালু হয়। হিজরতের দেড় বৎসর পর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১৫ই রাত্রে শবে বারাআতের ফযিলত দান করা হয়- নবীজীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। তিনশত রহমতের দরজা ঐ রাত্রে আকাশে খোলা হয়েছিল। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ঐ রাতের যাবতীয় ফযিলত, ইবাদত, ভাগ্য নির্ধারণ- ইত্যাদির সুসংবাদ দিয়ে যান ঐ রাত্রে এবং ঐ রাতেই নবীজী জান্নাতুল বাক্বী নামক কবরস্থানে গিয়ে উম্মতের জন্য শাফায়াত করেন। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত উম্মতের জন্য নবীজীর শাফায়াত ঐ রাত্রেই মঞ্জুর করেন। ঐ রাতেই রোযার বিধান সম্বলিত প্রথম আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে সাভী) আয়াতটি হলো সুরা বাক্বারার ১৮৩ নম্বর আয়াত।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

"হে প্রিয় মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা

হলো- যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যেন মোত্তাকী হতে পারো বা খোদার নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে এবং নেক অর্জন করে আত্মশুদ্ধ হতে পারো। (ভাবার্থ)।
কাজেই শবে বারাআত, রমযানের রোযা ও শবে ক্বদর দ্বিতীয় হিজরী সন থেকে চালু হয়।

শাবান মাস ও শবে বারাআতের ফযিলত ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِىْ جِبْرَائِيْلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ اللَّيْلَةُ قَالَ هٰذِهِ اللَّيْلَةُ يَفْتَحُ اللّٰهُ فِيْهَا ثَلْثَمِائَةِ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الرَّحْمَةِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِجَمِيْعِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ سَاحِرًا اَوْ كَاهِنًا اَوْ مُصِرًّا عَلَى الزِّنَا اَوْ اٰكِلَ الرِّبٰوا اَوْ مُدْمِنَ خَمْرٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْمُشَاحِنَ وَعَاقَّ الْوَالِدَيْنِ (مرآة الواعظين فى درة الناصحين)

অর্থঃ "হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- শাবান মাসের মধ্য রাত্রে (১৫ই রাত্র) জিবরাঈল আমার কাছে এসে বললেন- হে মুহাম্মদ (দঃ), আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলে দেখুন। আমি বললাম- এরাতে কি সংঘটিত হচ্ছে? জিবরাঈল বললেন- এটি এমন এক রাত- যে রাতে আল্লাহ তায়ালা তিনশত রহমতের দরজা খুলে দেন। এ রাতে মুশরিক ব্যতিত সবাইকে সরাসরি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, জ্বিনায় লিপ্ত, সুদখোর, মদপানে আসক্ত ব্যক্তি, অন্য বর্ণনা মতে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ও পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানকে সরাসরি ক্ষমা করা হয়না।" (মিরআতুল ওয়ায়েজীন ফি দুররাতিন নাসিহীন)। উল্লেখিত গুনাহ্গুলো কবিরা গুনাহ্। কবিরা গুনাহ্ শুধু ইবাদতে মাফ হয়না- তাওবা করতে হয়। সগিরা গুনাহ্ সরাসরি মাফ হয়ে যায়

শবে বারাআতে। তাই এ রাতে ইবাদতের সাথে সাথে তওবা করতে হয় ভবিষ্যতে গুনাহ না করার জন্য এবং অতীত গুনাহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর দরবারে কাঁদতে হয়।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ يَرْحَمُ اُمَّتِي هٰذِهِ اللَّيْلَةَ بِعَدَدِ شَعْرِ اَغْنَامِ بَنِي كَلْبٍ"

(تفسير صاوى سورة الدخان)

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- শবে বারাআতে আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর রহমত নাযিল করেন আরবের বণী কাল্‌ব গোত্রের মেষ পালের পশমের সংখ্যা বরাবর (তাফসীরে সাভী সুরা দুখান ৪র্থ খণ্ড)।

আরবে তিনটি গোত্র বেশী প্রসিদ্ধ- বণী কাল্‌ব, বণী রবি ও বণী মুদার। প্রত্যেক গোত্রের মেষের পরিমান ৩০ হাজার করে। ত্রিশ হাজার মেষের গায়ে যে পরিমান পশম আছে- এই পরিমান রহমত নাযিল হয় শবে বরাতে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর। অন্য এক রেওয়ায়াতে উল্লিখিত তিন গোত্রের মেষের কথা উল্লেখ আছে। তাহলে ৯০ হাজার মেষের পশমের পরিমান রহমত নাযিল হয় এই রাত্রে। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহর খাস মেহেরবাণী। এর সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উচিত। আল্লাহর রহমতের পরিমান ও তিনগোত্রের মেষের পশমের পরিমান সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত রয়েছেন। ইহাই ইলমে গায়েব।

৩। তাফসীরে সাভী সুরা দুখান এ উল্লেখ আছে-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعْطٰى رَسُوْلَهٗ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَمَامَ الشَّفَاعَةِ فِيْ اُمَّتِهٖ- وَذٰلِكَ اَنَّهٗ سَاَلَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ فِيْ اُمَّتِهٖ فَاَعْطٰى ثُلُثَ مِنْهَا- ثُمَّ سَاَلَ لَيْلَةَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَاَعْطٰى ثُلُثَيْنِ- ثُمَّ سَاَلَ الْخَامِسَ عَشَرَ فَاَعْطٰى الْجَمِيْعَ-

অর্থঃ নিঃসন্দেহে লাইলাতুল বারাআতে আল্লাহ তায়ালা আপন রাসুলকে সমস্ত উম্মতের জন্য শাফাআত করার পুর্ণ অধিকার দান করেছেন। এভাবে তিনি দান করেছেন- ১৩ই

রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অধিকার প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তায়ালা এক তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশের অধিকার মঞ্জুর করলেন। ১৪ই রাত্রে আবার প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তায়ালা দুই তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশ মঞ্জুর করলেন। ১৫ই রাত্রে যখন আবার সুপারিশের অধিকার চাইলেন তখন আল্লাহ তায়ালা পূরা উম্মতের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার মঞ্জুর করলেন। অর্থাৎ ঈমান ও আক্বিদায় গলদ না থাকলে তিনি সমস্ত উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই আক্বিদা শুদ্ধ করে নবীজীর শাফাআতের আশা করা উচিৎ। বাতিল আক্বিদাধারীরা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। (মাকতুবাতে ঈমামে রাব্বানী ৭৩ ফের্কা প্রসঙ্গ)।

৪। বায়হাকী শরীফে উল্লেখ আছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مُنَادٍ يُنَادِىْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهُ فَلَا يُسْئَلُ اَحَدٌ اِلَّا اُعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا اَوْ مُشْرِكًا (رواه البيهقى)

অর্থঃ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (শবেবরাতে) প্রথম আকাশে একজন ঘোষক ফেরেস্তা অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকে- তোমাদের মধ্যে কেউ কি ক্ষমা প্রার্থী আছে? ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা করে দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রার্থনাকারী আছে? প্রার্থনা করলেই প্রার্থিত বস্তু দেয়া হবে। শুধু জ্বিনাকারিনী ও মুশরিককে এ সৌভাগ্য দেয়া হবেনা। (বায়হাকী শরীফ)।

৫। তাফসীরে দুররে মানছুরে ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪০১ আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ اَكْثَرَ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ

بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاَحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ (ابن ابى حاتم وكنز العمال)

অর্থঃ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (হুজুরের পালকপুত্র যায়েদ এর ছেলে) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি আরয করলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে বেশী নফল রোযা রাখতে দেখিনি। এর কারণ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী এমাস সম্পর্কে মানুষ গাফেল রয়েছে। এটি এমন মাস- যে মাসে বান্দার (বিগত বছরের) আমল সমূহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়। তাই রোজা অবস্থায় আমার আমলনামাও আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি। (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের তিনটি রোযা রাখা খুবই উত্তম। কেননা এ অবস্থায় খোদার দরবারে আমল নামা পেশ করা হবে)।

৬। ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আলী (কঃ ওয়াজহাহু) থেকে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَ صُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ اَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (رواه ابن ماجه)

অর্থঃ হযরত আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত্র আসে (১৫ই রাত্র), তখন তোমরা রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ঐ রাত্রে সুর্যাস্তের পর পরই প্রথম আসমানে

দূর্ভাগ্যের রাত্র, মর্যাদা ও পরহেজগারীর রাত্র (গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন পৃঃ ৩৬৫)।